শেয়ালের
গল্প
তিলোত্তমা রায়

শেয়ালের
গল্প
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

শেয়াল আর চিংড়িমাছ

ক শেয়ালের সঙ্গে এক চিংড়িমাছের আলাপ হলো আর শেয়াল তাকে বললো, 'এসো আমরা পাল্লা দিয়ে দৌড়োই!'

'বেশ ভাই শেয়াল, দৌড়োনো যাক!'

তারপর তারা দৌড়োতে সুরু করলো।

যেই না শেয়াল দৌড়োতে সুরু করেছে চিংড়িমাছটা তার ন্যাজটা ধরে নিলো। শেয়াল দৌড়োচ্ছে তো দৌড়োচ্ছেই আর চিংড়িমাছ ধরেই আছে তার ন্যাজ, কিছুতেই ছাড়ছে না।

শেয়াল দৌড় শেষ করে ল্যাজ নাড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালো। তার ধারণা চিংড়িমাছ তখনো অনেক পেছনে গুটি-গুটি আসছে।

কিন্তু চিংড়িমাছ শেয়ালের ল্যাজ ছেড়ে দিয়ে বললো:

'আমি তো তোমার জন্যে কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি!'

শেয়াল কেমন করে উড়তে শিখলো

একদিন এক সারস পাখী শেয়ালের কাছে এসে বললো:

'শেয়াল ভায়া, তুমি জানো কেমন করে উড়তে হয়?'

'না, জানি না তো', শেয়াল বললো।

'আচ্ছা, তাহলে আমার পিঠে ওঠো আর আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো।'

শেয়াল সারসের পিঠে উঠলো আর সারস অনেক উঁচু দিয়ে আকাশে উড়তে লাগলো।

'শেয়াল ভায়া, তুমি কি পৃথিবী দেখতে পাচ্ছো?'

'আমি প্রায় দেখতে পাচ্ছি না বললেই হয় — ওটা একটা ছোট্ট গালচের মতো দেখাচ্ছে।'

তখন সারস পিঠ ঝাঁকিয়ে শেয়ালকে ফেলে দিলো। শেয়াল নরম জায়গাতেই পড়লো, একেবারে এক খড়ের গাদার মাঝখানে।

সারস হুস করে নামলো।

'আচ্ছা শেয়াল ভায়া, এখন তুমি উড়তে পারো?'

'আমি উড়তে পারি বটে—কিন্তু মাটিতে নাবাটাই শক্ত।'

'আচ্ছা আবার ওঠো—আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো।'

শেয়াল আবার সারসের পিঠে উঠলো। সারস আরো উঁচুতে উঠলো আর তারপর পিঠ ঝাঁকিয়ে শেয়ালকে দিলো ফেলে।

শেয়াল পড়লো গিয়ে এক জলায় আর অনেকক্ষণ ধরে হাঁকপাঁক করেও বেরুতে পারলো না।

আর তাই শেষ পর্যন্ত শেয়ালের আর উড়তে শেখা হলো না।

শেয়াল আর সারস

এক সময় শেয়ালে আর সারসে খুব বন্ধুত্ব ছিলো। একদিন শেয়াল ঠিক করলো সারসকে নেমন্তন্ন করবে। আর তাই তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাকে খাবার নেমন্তন্ন করে এলো।

'এসো ভাই সারস, এসো বন্ধু আমার, কী ভালো খাওয়াটাই না হবে!'

সারস শেয়ালের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গেলো। শেয়াল কিছুটা পরিজ তৈরী করে রেকাবে ঢাললো। তারপর সারসের সামনে সেটা রেখে বললো:

'খেয়ে নাও ভাই—আমি নিজে এটা তৈরী করেছি।'

সারস ঠক্ ঠক্, টক্ টক্ করে ঠোঁট দিয়ে রেকাবটা ঠোকরাতে লাগলো বটে কিন্তু একটুও পরিজ খেতে পারলো না। এদিকে শেয়াল কিন্তু দিব্যি চেটেপুটে সবটা শেষ করলো।

সব পরিজটা খাওয়া শেষ হলে শেয়াল বললো:

'কিছু মনে কোরো না ভাই! তোমাকে খেতে দেবার মতো আর কিছুই আমার নেই।'

'ধন্যবাদ, শেয়াল ভাই। অনেক ধন্যবাদ! এখন তোমার পালা আমার বাড়ীতে এসে নেমন্তন্ন খাওয়ার।'

পরের দিন শেয়াল সারসের বাড়ী গেলো। সারস কিছুটা ঝোল রেঁধে সেটা এক লম্বা গলাওলা কলসীতে ঢাললো। তারপর সেটাকে টেবিলে রেখে বললো:

'খেয়ে নাও, শেয়াল ভাই, তোমাকে দেবার মতো আমার কাছে আর কিছুই নেই।'

শেয়াল কলসীটার চারদিকে ক্রমাগতই পাক খেয়ে চললো। একবার এদিক আর একবার ওদিক থেকে ঝোলটা খেতে চেষ্টা করলো। কলসীটার এখানটা একবার চাটলো সেখানটা একবার শুঁকলো। কিন্তু তার মাথাটা কিছুতেই ভেতরে গললো না। এদিকে সারস কলসীটার সামনে তার লম্বা ঠ্যাঙে দাঁড়ালো আর তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে টেনে ঝোলটা খেতে লাগলো। সে ঠুক্‌রিয়ে ঠুক্‌রিয়ে সব ঝোলটা শেষ করলো।

'কিছু মনে কোরো না, শেয়াল ভাই', সে বললো, 'তোমাকে দেবার মতো শুধু এটাই ছিলো।'

কাজেই শেয়াল বাড়ী ফিরলো নিরাশ হয়ে আর খিদে নিয়ে।

আর তারপর থেকে শেয়ালের আর সারসের বন্ধুত্ব ছুটে গেলো।

শেয়াল আর কলসী

একদিন এক চাষীমেয়ে ক্ষেতে গেলো। প্রথমে কিন্তু সে দুধভরা একটা কলসী কতকগুলো ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে রাখলো। শেয়ালটা চুপিসাড়ে কলসীটার কাছে গিয়ে মাথা ডুবিয়ে জিভ দিয়ে চেটে-চেটে দুধটা শেষ করলো। কিন্তু বাড়ী যাবার সময়—ওমা, কী কাণ্ড, কী কাণ্ড!—কিছুতেই সে কলসীটার ভেতর থেকে মাথাটা বার করতে পারলো না।

মাথাটাকে এপাশে-ওপাশে ঝাঁকিয়ে সে এদিক-ওদিক দৌড়তে লাগলো। কিন্তু কোনোই ফল হলো না। অবশেষে সে বললো:

‘দেখ কলসী, এবার তোমার তামাসা রাখো! আমায় ছাড়ো।’

কিন্তু কলসীটা শেয়ালকে ছাড়লো না। তখন শেয়াল বাস্তবিকই চটে উঠলো।
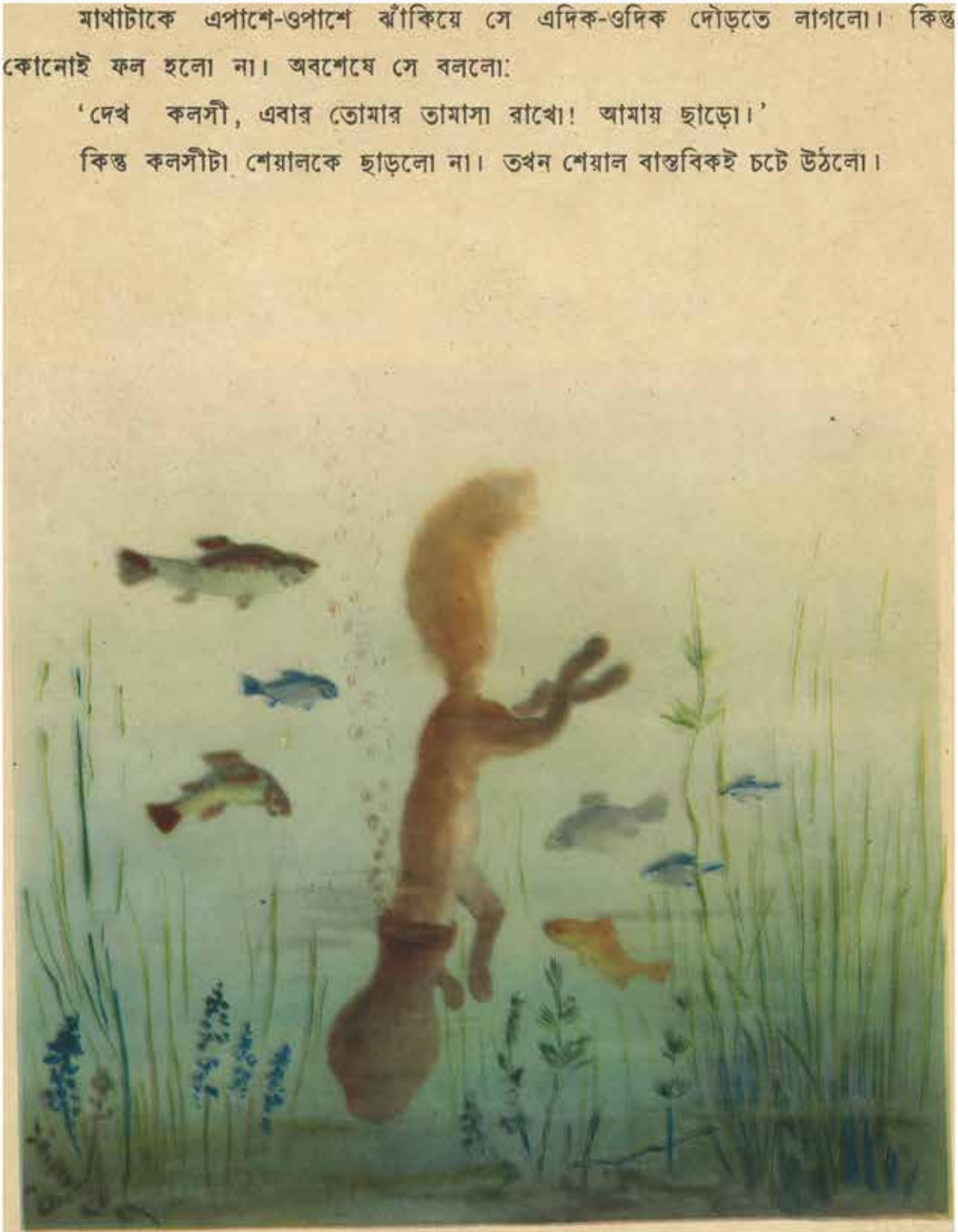
সে বললো, 'আচ্ছা বেশ, যখন তুমি আমায় ছাড়ছো না তখন আমি তোমায় ডুবিয়ে ছাড়বো।'

আর সে দৌড়ে এক নদীর তীরে গেলো।

কলসীটাকে সে ডোবালো ঠিকই—কিন্তু কলসীটা তাকে নিজের সঙ্গে জলের তলায় টেনে নিয়ে গেলো।

শেয়াল আর বুলবুলি

শেয়াল একদিন মাটির এক গর্তে পড়লো। গর্তটার কাছে ছিলো এক গাছ আর সেই গাছে এক বুলবুলি বাসা বাঁধছিলো। বুলবুলিটার ওপর নজর রেখে অনেকক্ষণ শেয়াল গর্তটার মধ্যে পড়ে রইলো।

অবশেষে সে বললো, 'বুলবুলি, ওখানে উঁচুতে তুমি কী করছো?'

'বাসা বানাচ্ছি।'

'বাসায় তোমার কিসের দরকার?'

'আমার বাচ্চাদের মানুষ করার জন্যে।'

'বুলবুলি, আমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এসো। না আনলে তোমার ছানাদের আমি গিলবো।'

বেচারি বুলবুলি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো— শেয়ালের জন্যে খাবার সে কী করে নিয়ে আসতে পারে। তারপর সে উড়ে গ্রামে গেলো আর একটা মুরগী নিয়ে ফিরলো। শেয়ালটা মুরগীটাকে খেয়ে বললো:

'বুলবুলি, আমার জন্যে তো খাবার আনলে, নয় কি?'

'হ্যাঁ এনেছি।'

'এবার তবে আমার জন্যে জল নিয়ে এসো।'

বেচারি বুলবুলি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো: শেয়ালের জন্যে জল সে কী করে নিয়ে আসতে পারে? তারপর সে গ্রামে উড়ে গেলো আর শেয়ালের জন্যে কিছুটা জল এলো নিয়ে। জলটা পান করে শেয়াল বললো:

'বুলবুলি, আমার জন্যে তো খাবার নিয়ে এলে, নয় কি?'

'হ্যাঁ এনেছি।'

'আমার জন্যে তো জল নিয়ে এলে, নয় কি?'

'হ্যাঁ এনেছি।'

'এবার তবে এই গর্ত থেকে আমাকে বেরুতে সাহায্য করো।'

বেচারি বুলবুলি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো: কী করে শেয়ালকে সে বার করতে পারে। তারপর সে গর্তের মধ্যে ছোট-ছোট কাঠি ফেলতে লাগলো। অবশেষে এতো

কাঠি জমলো যে শেয়াল সেই কাঠির স্তূপের ওপর চড়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারলো। বেরিয়ে এসে সে গাছের তলায় শুলো।

সে বললো, 'আচ্ছা বুলবুলি, আমার জন্যে তো খাবার নিয়ে এলে, নয় কি?'

'হ্যাঁ এনেছি।'

'আমার জন্যে তো জল নিয়ে এলে, নয় কি?'

'হ্যাঁ এনেছি।'

'এবারে কিন্তু আমাকে হাসাতে হবে।'

বেচারি বুলবুলি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো: শেয়ালকে সে কী করে হাসাতে পারে?

অবশেষে সে বললো, 'আমি উড়ি আর, শেয়াল ভাই, তুমি আমার পেছন-পেছন দৌড়োও।'

বুলবুলি গ্রামে উড়ে গিয়ে এক ফটকের ওপর বসলো, শেয়াল বসলো ফটকের পাশে। বুলবুলি তখন চেঁচাতে লাগলো:

'আমাকে একটা পিঠে দাও গিন্নী, আমাকে একটা পিঠে দাও! একটা পিঠে, একটা পিঠে!'

তার ডাক শুনে কুকুরগুলো উঠোন থেকে দৌড়ে এলো আর শেয়ালটাকে তাড়ালো।

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

ছোট শিশুদের জন্য

ছবি এঁকেছেন ইউ. ভাস্নেৎসোভ

অনুবাদ: রেখা চট্টোপাধ্যায়

СКАЗКИ ПРО ЛИСУ